পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর
প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর অগ্রগতি প্রতিবেদন

ভূমিকা:

দেশের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সঠিক পরিসংখ্যানের বিকল্প নেই। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসাবে সরকারি পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে থাকে। স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকেই বিবিএস জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও প্রকাশ করে আসছে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহারকারীদের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিবিএস-কে আধুনিকায়ন ও অধিকতর শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সরকারের রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021) এর অন্যতম লক্ষ্য হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপায়ণের অন্যতম শক্তি হলো পরিসংখ্যান ও তথ্য প্রযুক্তি। সে বিবেচনায় পরিসংখ্যান বিভাগ (Statistics Division) এর নাম পরিবর্তন করে ২০১২ সালে Statistics & Informatics Division (SID) করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পরিসংখ্যান আইন মহান জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সত্যিকার অর্থে একটি আইনগত কাঠামো পেয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান কাউন্সিলে উত্থাপিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। দেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে National Strategy for Development of Statistics (NSDS) প্রণয়ন করা হয়। NSDS হলো পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত একটি বিস্তারিত, বাস্তবসম্মত, অংশগ্রহণমূলক, পরিবর্তনশীল ও রাষ্ট্রীয় স্বত্বাধীন একটি পরিকল্পনা দলিল। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দেশের তথ্যভিত্তিক, সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও ফলপ্রসূ জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

২ .ক. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)-এ বিবিএস এর রূপকল্প ২০২১ সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা:

উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা
১: দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ।	১.১: বিবিএস এর নেতৃত্বে সমন্বিত, পেশাদারী, দক্ষ এবং কার্যকরী জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ১.২: পরিসংখ্যান নেটওয়ার্কিং স্থাপন ও শক্তিশালীকরণ এবং এ কাজের জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা ও তার ব্যবহার করা। ১.৩: পরিসংখ্যান বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে দেশে বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ও কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ। ১.৪: জনকল্যাণে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পরামর্শ ও সেবা প্রদানের পাশাপাশি পরিসংখ্যানের ভূমিকা ও কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরা।
২: দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক কর্মকান্ডের জন্য নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ।	২.১: জরিপ/শুমারি পরিচালনা জোরদার করা। ২.২: জনসংখ্যা, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং অর্থনৈতিক শুমারি ছাড়াও আর্থ-সামাজিক, জনমিতি এবং পরিবেশসহ অন্যান্য বিষয়ে জরিপ পরিচালনা করা। ২.৩: জাতীয় হিসাব এবং বিভিন্ন সূচক নিরূপণের পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করা। ২.৪: আন্তর্জাতিক মানদন্ডে দেশের পরিসংখ্যানের সময়োচিত চাহিদা নিরূপণ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্যসংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ করা। ২.৫: জাতীয় পরিসংখ্যান তথ্যভান্ডার (National Statistical Data bank) প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ এবং ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুসারে পরিসংখ্যান সরবরাহ করা। ২.৬: বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়, সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে প্রমিত পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

২.খ. রূপকল্প ২০২১ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণে বিবিএস এর কার্যক্রম:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে দাপ্তরিক বিভিন্ন সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করে। যেহেতু বিবিএস দাপ্তরিক বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংগ্রহ, প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে সেহেতু রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী বিবিএস সরাসরি কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করলেও বিবিএস রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে। নিম্নে এ সংক্রান্ত প্রধান কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হল:

১. আইসিটি (ICT) উন্নয়ন কার্যক্রম:

(ক) ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম: বর্তমান সরকারের Digital Vision কে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সকল শুমারি ও জরিপের বিভিন্ন তথ্যসমূহ সার্ভারে সংরক্ষণ করে Web enabled GIS based Information System এর মাধ্যমে বিভাগ, জেলা, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন ও মৌজাভিত্তিক তথ্য Digital পদ্ধতিতে Graphically উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন মৌজা, ইউনিয়ন, থানা/উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের জনতাত্ত্বিক তথ্য ও উপাত্তকে GIS Map এর মাধ্যমে উপস্থাপন ও তথ্য-সেবা প্রদানে Geo-Master file বিবিএস কর্তৃক সংরক্ষিত হয় এবং সরকারের অন্যান্য সংস্থার কাজে এ কোড ব্যবহার হয়।

(খ) স্ট্রেনদেনিং জিও কোডিং সিস্টেম: বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, মৌজা, গ্রাম, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, মহল্লা ও Key Point Installation এর নাম বাংলা ও ইংরেজিতে শুদ্ধ ও সুনির্দিষ্টকরণ, এ সকল সুনির্দিষ্ট নামের একটি আইনগত মর্যাদা (Legal Status) প্রদান, জিও কোড নম্বর প্রদান করার জন্য স্ট্রেনদেনিং জিও কোডিং সিস্টেম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) Geographic Information System (GIS) Map: জিআইএস Software ব্যবহার করে সকল মৌজা/মহল্লার ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। GIS Map এর কারণে যেকোন এলাকায় ম্যাপ ভিত্তিক তথ্য উপস্থাপনের কাজ সহজ হয়েছে। এই ম্যাপ ব্যবহারের ফলে শুমারির কাভারেজ বেড়েছে এবং শুমারি ও জরিপের গুণগতমানের উন্নতি হয়েছে।

(ঘ) Data Recovery Lab: বিবিএস কর্তৃক যে সকল শুমারি ও জরিপের ডাটা Magnetic tape এ সংরক্ষিত আছে তা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্থানান্তরের জন্য Data Recovery Lab প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আশির দশক হতে সংগৃহিত ম্যাগনেটিক টেপে ডাটা সংরক্ষিত আছে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে উক্ত ডাটা রুপান্তর করা হলে ডাটার ব্যবহার সহজ হবে।

(ঙ) ই-পাবলিকেশন: ই-পাবলিকেশন ডিজিটাল প্রযুক্তির একটি উন্নত সংস্করণ। প্রযুক্তির কল্যাণে গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, নীতি নির্ধারক, ছাত্র ও ব্যবহারকারীগণ এখন ঘরে বসে অনায়াসে অন-লাইনের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন। সেজন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ 'ই-পাবলিকেশন পদ্ধতি' গ্রহণ করেছে। ফলে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সময় সময় প্রকাশিত/অনুমোদিত আদমশুমারি, অর্থনৈতিক শুমারি ও অন্যান্য জাতীয় জরিপের সাময়িক ও চূড়ান্ত রিপোর্টসমূহ এখন অন-লাইনে ডাউনলোড করে প্রিন্ট নেয়া সম্ভব হচ্ছে।

(চ) ই-অ্যাটেন্ড্যান্স রেজিস্টার: কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সময়মত সরকারি অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'ই-অ্যাটেন্ড্যান্স রেজিস্টার' পদ্ধতি স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ পদ্ধতিতে Thumb Recognition Scanner ব্যবহার করে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে এবং এটা ডেটাবেইজ হিসেবে সার্ভারে সংরক্ষিত থাকবে।

(ছ) পরিসংখ্যান ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রধান কার্যালয় পরিসংখ্যান ভবনে **২০০**KW(p) সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। এটি স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ খাতে খরচের সাশ্রয় হয়েছে অপরদিকে পরিবেশ দূষণ হ্রাসে প্রভাব ফেলবে। সোলার প্যানেল এর মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পরিসংখ্যান ভবনেরসকল ফ্লোরে তথা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সকল উইং এবং প্রকল্প সহ পরিসংখ্যান ভবনে অবস্থিত SID এর সকল কক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার দেশে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ক্রমান্বয়ে সকল সরকারি অফিস ও স্থাপনা সমূহে প্রচলিত বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিবর্তে সোলার প্যানেল স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সে অনুযায়ী পরিসংখ্যান ভবনে দেশের সর্ববৃহৎ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

(জ) Dynamic Website স্থাপন: পরিসংখ্যান ব্যুরোর সদর দপ্তরের সাথে এর মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসসমূহে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও Globally দ্রুততম যোগাযোগ এবং তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অত্যাধুনিক ওয়েবসাইট নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

(ঝ) স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন পপুলেশন এন্ড ডেমোগ্রাফিক ডাটা কালেকশন ইউজিং জিআইএস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ২০টি জেলার (ঝিনাইদহ, শরিয়তপুর, ফরিদপুর, বাগেরহাট, নড়াইল, যশোহর, মাদারীপুর, খুলনা, পিরোজপুর, ভোলা, গোপালগঞ্জ, বরগুনা, বান্দরবান, সাতক্ষীরা, রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা ও চাঁদপুর) সকল মৌজা/মহল্লার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। যা বর্তমান সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে একধাপ অগ্রগতি। পর্যায়ক্রমে সকল জেলার সকল মৌজা/মহল্লার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হবে।

২. ন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিং সংক্রান্ত কার্যক্রম:

(ক) ন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিং সংক্রান্ত সূচকসমূহ নিরূপণ: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক প্রণয়ন করে থাকে। জিডিপি নির্ণয়ে বিবিএস প্রয়োজনীয় জরিপ সম্পন্ন করে থাকে ও ক্ষেত্র বিশেষ অন্যান্য উৎসের তথ্যসমূহ (Secondary source) ব্যবহার করে থাকে। বিবিএস মূল্য ও মজুরী সূচক সমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে Consumer Price Index (CPI) ও Wage Rate Index (WRI) প্রণয়নসহ নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য সূচকসমূহ যেমন: Building Material Price Index (BMPI), Quantum Index of Industrial Production (QIIP), House Rent Index (HRI) ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে National Accounts Statistics, Statistical Yearbook, Statistical Pocket book, Monthly Statistical Bulletin, Foreign Trade statistics ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে।

(খ) বাংলাদেশ পোভার্টি ম্যাপ: দেশের ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক দারিদ্র হার নির্ণয় ও সরবরাহের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘের বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বিবিএস ২০১০ সালে বাংলাদেশ পোভার্টি ম্যাপ প্রণয়ন করেছে। ফলে সরকারের উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত এই ম্যাপটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(গ) ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ-এনএইচডি (পূর্বতন বিপিডি): বিবিএস দেশের সকল খানা (প্রায় ৩.৫ কোটি) হতে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে খানা ও খানা সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহকরে খানাভিত্তিক একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। এ ডাটাবেইজে প্রতিটি খানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার নির্দেশক একটি করে স্কোর প্রদান করা হবে। দেশের প্রায় ১০০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে এ ডাটাবেইজ অত্যন্ত সহায়ক হবে। অন্যান্য সেবা ও দ্রুত ও নির্ভুলভাবে জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এ ডাটাবেইজ ব্যবহৃত হবে।

৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রধান প্রধান শুমারি ও জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

(ক) আদমশুমারি ও গৃহগণনা: জনসংখ্যার আকার, ভৌগোলিক বিন্যাস ও জনমিতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহের মানসম্পন্ন Benchmark Database এর জন্য তথ্য সংগ্রহ করা, জাতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম বন্টন, চাকুরিক্ষেত্রে আঞ্চলিক কোটা নির্ধারণ প্রভৃতি কার্যক্রমে আদমশুমারি ও গৃহগণনার তথ্য অপরিহার্য। ১৫-১৯ মার্চ ২০১১ দেশের পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারই প্রথম iCADE Software ব্যবহার ও ICR মেশিনে ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ে শুমারির নির্ভুল ফলাফল দেয়া সম্ভব হয়েছে। এ শুমারীর অধীন ০৩ (তিন) টি ন্যাশনাল রিপোর্ট ২৪ (চব্বিশ) টি জেলা রিপোর্ট, সকল জেলার কমিউনিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ১৪ (চৌদ্দ) টি মনোগ্রাফ এবং ০১ (এক) টি পপুলেশন প্রজেকশন প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

(খ) অর্থনৈতিক শুমারি: একটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সঠিক ও নির্ভুল পরিসংখ্যান। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঠিক চিত্র ফুটিয়ে তোলার নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিভিন্ন শুমারি ও জরিপের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালের মার্চ-মে মাসে বাংলাদেশে তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। অ-কৃষিমূলক খাতগুলোকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে একটি পরিসংখ্যান ভিত্তিক কার্যকর ভিত গড়ে তোলাই এ শুমারির মূল উদ্দেশ্য।

তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করে রেকর্ড কম সময়ের মধ্যে গত ১৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে শুমারির প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া শুমারির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে মূল শুমারি সম্পন্ন হওয়ার পর সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গণনা পরবর্তী যাচাই (পিইসি) কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। **উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবারই প্রথম ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের** (UISC) **মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে স্থাপিত সরকারের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য বিবিএস সদর দপ্তরে কম্পিউটারে ধারণ করা হয়।** বর্তমানে মূল শুমারির তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলছে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হওয়ার পর এই শুমারির চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে। শুমারির আওতায় মোট ৬৬টি রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে যার মধ্যে ০১টি National Report, ০১টি Administrative Report ও ৬৪টি Zila Report।

বিজনেস রেজিস্টার: দেশের প্রত্যেকটি স্থায়ী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্যসম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীভূত তথ্যভান্ডার তৈরীর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিজনেস রেজিস্টার (Business Register) প্রস্তুত কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এটি দেশের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান প্রণয়নের প্রধান কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বিজনেস রেজিস্টারে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, আইনগত কাঠামো, কার্যাবলীর ধরণ, নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা, বাৎসরিক গড় উৎপাদন, মোট সম্পদের পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য থাকবে।

(গ) কৃষি শুমারি: দশ বছরের ধারাবাহিকতায় দেশের পরবর্তী অর্থাৎ ৫ম কৃষি শুমারি ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হবে। পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী কৃষি শুমারি ছাড়াও দেশে প্রথম মৎস ও প্রাণীসম্পদ শুমারি অনুষ্ঠিত হবে। সমন্বিতভাবে এ শুমারি পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি, ভূমিব্যবহার, মৎস ও প্রানিসম্পদখাতের অবকাঠামোগত পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য এ শুমারিতে সংগ্রহ ও প্রকাশ করা হবে।

(ঘ) বাংলাদেশে অবস্থানরত অনিবন্ধিত মিয়ানমার নাগরিক শুমারি: এ শুমারি পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশে অনিবন্ধিত মিয়ানমার নাগরিকদের বর্তমান অবস্থান এবং বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পূর্বে মিয়ানমারে তাদের মূল বাসস্থান নিরূপণ করা, বাংলাদেশে অবস্থানকারী অনিবন্ধিত মিয়ানমার নাগরিকদের একটি সমন্বিত ডাটাবেজ প্রণয়ন, সকল অনিবন্ধিত মিয়ানমার নাগরিকের ছবি ও প্রয়োজনীয় দলিলাদির ছবি ধারণ ও সংগ্রহ, মিয়ানমার নাগরিকদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অন্তর্নিহিত কারণসমূহ নিরূপণ এবং বাংলাদেশে অবস্থানকারী অনিবন্ধিত মিয়ানমার নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক ও জনমিতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রণয়ন করা হবে।

(ঙ) ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস্: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম জরিপ পরিচালনা করে নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা, জন্মহার, মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার, মাতৃ মৃত্যুহার, প্রত্যাশিত গড় আয়ু, বিবাহ/তালাকের হার, আগমন-বহির্গমন হার, জন্ম নিরোধক ব্যবহার হার ও প্রতিবন্ধি হার ইত্যাদি তথ্য প্রকাশ করে থাকে।

(চ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) প্রতিষ্ঠান শুমারি: দেশে প্রথমবারের মতো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলোর দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) প্রতিষ্ঠান শুমারি ২০১৫ পরিচালনা করছে।

৪. <u>অন্যান্য জরিপসমূহ</u>: এছাড়াও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের বাজেটের অর্থে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উইং ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি যথা-বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোক গণনা ২০১৪, হেল্‌থ অ্যান্ড মরবিডিটি স্ট্যাটাস সার্ভে ২০১৪, চাইল্ড মাদার নিউট্রিশন সার্ভে ২০১৪, এডুকেশন হাউজহোল্ড সার্ভে ২০১৪, জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শীর্ষক জরিপ, পল্লী ঋণ জরিপ ২০১২-২০১৪, বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনশীলতা নিরুপণ জরিপ, জাতীয় হিসাব উন্নয়ন কর্মসূচি এবং স্টেট ফেইস ফর ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রার কার্যক্রমসমূহের কোন কোনটি সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও বিবিএস নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ, শিশু শ্রমশক্তি জরিপ, মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে, উৎপাদনশীলতা জরিপ, সার্ভে অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি এবং মজুরি হার জরিপ ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে থাকে।

৫. <u>বিবিএস কতৃক User-Producer Dialogue আয়োজন</u>: সকল ধরনের জরিপ ও শুমারি কার্যক্রমের পূর্বে Data Producer হিসেবে বিবিএস নিয়মিতভাবে শুমারি/ জরিপ পরিকল্পনা, প্রশ্নপত্র, ডিজাইন, জরিপের ক্ষেত্রে নমুনায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সভা, ওয়ার্কশপ, ও সেমিনাররে মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট Data user ও Stakeholder গণের নিকট তা উপস্থাপন করে থাকে এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত গ্রহণ করে থাকে।

৬. <u>অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম</u>:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্বের অন্যান্য দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা এবং উন্নয়ন-সহযোগীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আসছে। বিবিএস জাতীয় সংস্থা যেমন: A2i, GED, NSDC, BIDS, DAE, ICDDR,B, DGHS, ISRT এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন: UNFPA, UNDP, UNICEF, WHO, FAO, World Bank, UN-ESCAP, JICA, KOICA, SESRIC ইত্যাদির সাথে সমন্বয় ও গবেষণাধর্মী কাজ করছে।

২.গ. <u>নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ</u>:

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হল বিবিএস এ জনবল স্বল্পতা। সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃনির্ধারণের পর প্রয়োজনীয় জনবল এখনও পাওয়া যায় নাই। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস ভবন নাই এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নাই। ফলে দক্ষ জনবল গঠনে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। পরিসংখ্যানিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদানে উত্তরদাতার অনেক ক্ষেত্রে অনাগ্রহ সঠিক পরিসংখ্যান প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের গৃহিত কার্যক্রমসমূহের বাজেট স্বল্পতা ও বাজেটের বরাদ্দ সময়মত না পাওয়া কাজের গতিকে শ্লথ করে।

২.ঘ. <u>ভবিষ্যত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ডিভিশন-এর বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ/সুপারিশ</u>:

MDG-উত্তর জাতিসংঘ ঘোষিত SDG এবং অন্যান্য Framework বাস্তবায়নে পরিকল্পনা কমিশন এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে তথ্য উপাত্ত দ্বারা সহায়তার নিমিত্ত জরুরী ভিত্তিতে শুমারি/জরিপ করে বিষয় ভিত্তিক Baseline তথ্য-উপাত্ত তৈরী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে বিবিএসকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দেয়া, দ্রুত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা, কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, জরুরিভিত্তিতে ৬৪টি জেলা এবং ৭টি বিভাগে অফিস ভবন নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ অনুযায়ী যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সেগুলো বাস্তবায়নের পর্যায়সমূহ মূল্যায়নের জন্য তথ্য উপাত্তের পরিমানগত সূচকসমূহ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ যে ধরণের ডাটাবেইজ তৈরী করছে সেখানে বিবিএস এর অংশীদ্বারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিবিএসই একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান যা আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন যথার্থ হবে।

ইফতেখাইরুল করিম
বিসিএস (পরিসংখ্যান)
উপপরিচালক
ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো